

মানব জীবনের বিকাশ (Human Development)

জীবনের প্রতিমুহূর্তে, ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া মানুষের জীবনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন—বৃদ্ধি (Growth), বিকাশ (Development), পরিণমন (Maturation) ইত্যাদি। তাই 'বিকাশ' বলতে আমরা কী বুঝি, তা প্রথমে পরিষ্কার হওয়া দরকার। অনেকে বৃদ্ধি (Growth) এবং বিকাশকে (Development) একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তাৎপর্যগত দিক থেকে বৃদ্ধি এবং বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। দুটো প্রক্রিয়াই ব্যক্তিজীবনে পরিবর্তন (Change) আনতে সক্ষম। কিন্তু 'বৃদ্ধি' বলতে আমরা শুধুমাত্র আকার বা আয়তনের পরিবর্তনকে (Change in size and volume) বুঝি। আর 'বিকাশ' (Development) বলতে বিশেষভাবে আকৃতির পরিবর্তন (Change in shape) এবং কাজের উন্নতিকে (Improved function) বোঝাতে চাই। 'বৃদ্ধি' (Growth) কথাটির দ্বারা আমরা মানুষের জীবনের পরিবর্তনকে খুব তাৎপর্যহীনভাবে (Casual) বোঝাতে চাই। কিন্তু যখন বিকাশ (Development) কথাটি ব্যবহার করি, তখন সেই পরিবর্তনকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বোঝাতে চাই। যখন বলি শিশুটির দৈহিক বৃদ্ধি হয়েছে, তখন তার হাত, পা, দেহের কাঠামো লম্বায় বেড়েছে, এইটুকুই বোঝাতে চাই। যখন বলি, শিশুটির দৈহিক বিকাশ হয়েছে, তখন শুধুমাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বোঝাই না, সেগুলোর পরিবর্তন হওয়ার ফলে তার যে কর্মক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে সেটা বোঝাতে চাই। তা ছাড়া, বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে আর একটি পার্থক্যের দিক হল—বৃদ্ধি (Growth) সাময়িক প্রক্রিয়া, কিন্তু বিকাশ (Development) জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া (Continue throughout life)। বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরেও বিকাশের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সুতরাং বৃদ্ধি (Growth) এবং বিকাশ (Development) কথা দুটো ব্যবহার করার সময় তাদের মৌলিক তাৎপর্যগুলোর কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। এই পার্থক্যের দিকগুলো নীচে তালিকাবদ্ধ করা হল—

বৃদ্ধি (Growth)	বিকাশ (Development)
১। বৃদ্ধি হল আকার বা আয়তনের পরিবর্তন।	১। বিকাশ হল আকৃতি ও ক্রিয়ার পরিবর্তন।
২। বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য (Measurable)।	২। বিকাশের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণযোগ্য (observable)।
৩। পরিণমনে বৃদ্ধির সমাপ্তি।	৩। বিকাশ জীবনকাল ব্যাপ্ত।
৪। বৃদ্ধি সাধারণত দৈহিক পরিবর্তনকে বলা হয়।	৪। বিকাশ কথাটি দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি সব দিকের পরিবর্তন বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।
৫। বৃদ্ধি পরিমাণগত পরিবর্তন।	৫। বিকাশ গুণগত পরিবর্তন।

সুতরাং, এই পার্থক্যমূলক আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বিকাশ-প্রক্রিয়ার (Development process) একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারি।

জীবনব্যাপী ক্রম-উন্নতিশীল সামগ্রিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই হল বিকাশ (Development is the continuous progressive change in the organisation)। যদিও প্রক্রিয়াটি কী, তা বোঝানোর জন্য বৃদ্ধি এবং বিকাশের মধ্যে পার্থক্য করলাম, কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতিতে এই দুটি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে পৃথক করা যায় না। কারণ, পরিমাণগত পরিবর্তন ছাড়া (Quantitative change) গুণগত পরিবর্তনকে (Qualitative change) উপলব্ধি করা যায় না। গুণগত পরিবর্তন ছাড়া পরিমাণগত পরিবর্তনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। তাই এই দুই প্রক্রিয়া পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

বিকাশের প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

Characteristic of Development Process

মানুষের বিকাশের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে, এই বিকাশের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু উল্লেখ করার দরকার। এই সাধারণ ধারণা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় যথেষ্ট সাহায্য করবে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনোবিদগণ এই বিকাশপ্রক্রিয়ার কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিকাশপ্রক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণে সহায়তা করবে।

মতা ॥ প্রথমত ॥ বিকাশ হল এক ধরনের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (Development is a continuous process) ভালো বা খারাপ যে দিকেই হোক, মানুষ সতত পরিবর্তনশীল। প্রতি মুহূর্তে, প্রতি সেকেন্ডে, প্রতি মিনিটে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি দিনে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, প্রতি বছরে তার পরিবর্তন হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো লক্ষ করা যায়, আবার কোনো সময় তা আমাদের চোখে বা ব্যক্তির নিজের কাছেও ধরা পড়ে না। আরও, এই পরিবর্তনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এই পরিবর্তন ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয়কে (Individual identity) কোনো সময় লোপ করে দেয় না। আলোচনার সুবিধার জন্য মনোবিদগণ মানুষের এই বিকাশের ধারাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন, প্রাক্ ভূমিষ্ঠ অবস্থা (Pre-natal period), সদ্যোজাত অবস্থা (Neo-natal period), আদি শৈশব (Early infancy) ইত্যাদি। কিন্তু মনোবিদগণ এ কথাও স্বীকার করেছেন, এক পর্যায় থেকে আর এক পর্যায়ে উপনীত হওয়াটা একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। বিকাশের প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই এগিয়ে চলে।

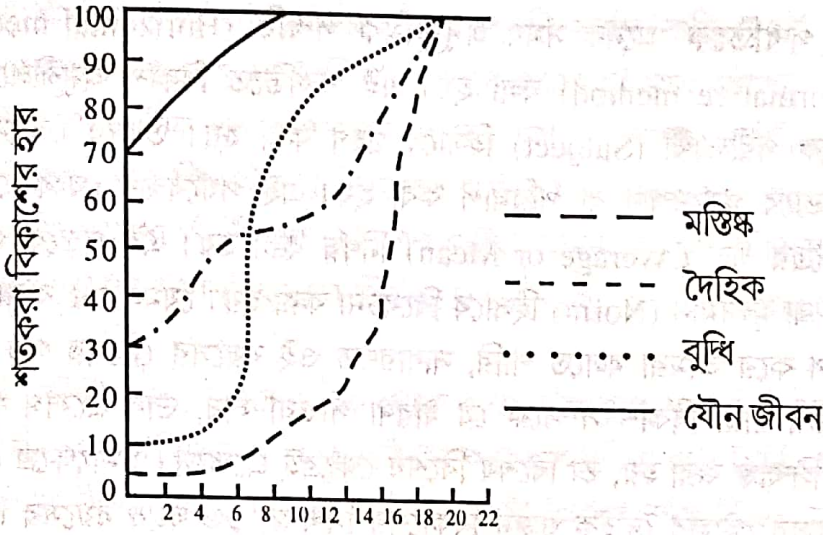
নি-তা ॥ দ্বিতীয়ত ॥ বিকাশের প্রক্রিয়া ক্রমসংযোজনশীল (Development is Cumulative)। অর্থাৎ, বিকাশের স্তরে যে-কোনো পর্যায়ে ব্যক্তির অবস্থা তার পূর্ববর্তী সকল পর্যায়ের বিকাশের সমষ্টিগত ফল। ব্যক্তিজীবনের বিকাশ কোনো বিশেষ মুহূর্তে আকস্মিকভাবে আসে না। বিকাশের যে-কোনো পর্যায়ের অবস্থা ঠিক তার পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে এসেছে। এই মুহূর্তে মানুষ কীভাবে আচরণ করবে, তা নির্ধারণ করবে তার পূর্ব মুহূর্তের আচরণ। হারলক্ (Hurlock) তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করেছেন যে, বাল্যকালের বিভিন্ন আচরণ ও অভিজ্ঞতা ব্যক্তির পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে।

তা ॥ তৃতীয়ত ॥ বিকাশের ধারা সব সময় সামঞ্জস্য বজায় রাখে (Development is orderly)। মানুষের আচরণের বিকাশ বিশেষ নিয়ম মেনে হয়। কোন্ আচরণের পর কোন্ আচরণ হবে, তা মোটামুটিভাবে ঠিক আছে। প্রত্যেক শিশু প্রথমে চিৎ হবে, তারপর বসবে, তারপর হামাগুড়ি দেবে, হাঁটবে। এমনিভাবে একটি বিশেষ নিয়ম মেনে চলবে। বিকাশের ধারা এই যে, সবাইয়ের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বজায় রাখে, এর ফলে মনোবিদগণের অনুশীলনের সুবিধা হয়েছে এবং মানুষের আচরণের বিকাশ-সংক্রান্ত বহু তথ্য আবিষ্কার করতে সহায়তা করেছে।

তা ॥ চতুর্থত ॥ মানুষের বিকাশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এটা সাধারণের দিক থেকে বিশেষের দিকে অগ্রসর হয় (Development proceeds from general to the particular)। মানুষের প্রাথমিক আচরণগুলো থাকে সামগ্রিক (General mass action)। এর পর ধীরে ধীরে আচরণগুলোর পৃথকীকরণ হয় বিকাশের মাধ্যমে। প্রথম প্রথম শিশুরা হাত-পা ছোঁড়ে। কোনো কিছু পাওয়ার জন্য, সম্পূর্ণ দেহ-কাণ্ড, হাত, পা সব কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমশ যত বড়ো হয় তার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজের পৃথকীকরণ হয়। এখন কিছু পেতে হলে সে হাতটাই শুধুমাত্র ব্যবহার করে, সম্পূর্ণ দেহ নয়। ক্যাথারিন ব্রিজেস (K. Bridges) এক পরীক্ষার দ্বারা দেখেছেন প্রকোভ বিকাশের ধারাও এই নিয়ম মেনে চলে।

তা ॥ পঞ্চমত ॥ মানুষের জীবন-বিকাশের প্রক্রিয়া খুবই জটিল (Development is complex)। মানুষ নিজেই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নানান গতিশীল সত্তার এক জটিল সমন্বয়। কিন্তু একটি মজার ব্যাপার হল, বিকাশের ব্যাপারে এইসব সত্তাগুলো সমহার (Same rate) বজায় রাখে না। যেমন, কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে তার

দৈহিক বিকাশের তুলনায় মানসিক বিকাশ বেশি হয়। আবার কোনো সময় মানসিক বিকাশের তুলনায় দৈহিক বিকাশ অনেক বেশি পরিমাণে হয়। আবার একই ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় এই বিকাশের হার বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন হারে হয়। মনোবিদ্ বেলে (N. Bayley)¹ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে এই বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করে তার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কয়েক বৎসরের ব্যবধানে কোনো বিশেষ শিশুর বিশেষ এক দিকের বিকাশ একটি নিয়ম মেনে চলে। প্রথমে তার হার বেশি হয়, পরে তা বয়সানুপাতিক গড় হারে হয় এবং পরে তার হার কমে এবং সবশেষে সেই হার আবার গড় হারের পর্যায়ে ফিরে আসে। যাইহোক, একই বয়সে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশের হার কীভাবে পৃথক হয়, তা ছবির সাহায্যে দেখানো হয়েছে।



॥ ষষ্ঠত ॥ বিকাশের ধারা ব্যক্তিজীবনে ঐক্য বজায় রাখে (Development is Unified)। অর্থাৎ, মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশের মধ্যে একটি ঐক্য বজায় থাকে এবং এক ধরনের বিকাশ আর এক ধরনের বিকাশে সহায়তা করে। অনেক সময় দৈহিক বিকাশ মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে, আবার কখনও মানসিক বিকাশ সামাজিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। সামগ্রিকভাবে সমস্ত ধরনের বিকাশ ব্যক্তিজীবনে ঐক্য বজায় রাখে। সুতরাং, তার জীবনবিকাশকে অনুশীলন করতে হলে সামগ্রিক ভাবে করতে হবে এবং যেকোনো বিকাশের প্রচেষ্টা তার জীবনের সমস্ত দিককে যাতে স্পর্শ করে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

॥ সপ্তমত ॥ ব্যক্তিজীবনে বিকাশের ধারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে (Development pattern maintains individual difference)। অর্থাৎ, কোনো বিশেষ বয়সের একজন শিশুর বিকাশের ধারার সঙ্গে সেই বয়সের অন্য কোনো শিশুর বিকাশের মিল থাকে না। সাধারণভাবে বিকাশ বিশেষ বয়সের ক্ষেত্রে কতকগুলো সাধারণ নিয়ম মেনে চললেও ব্যক্তিজীবনে তা বিশেষ রূপ নেয়। তাই ব্যক্তির বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individual difference) সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

॥ অষ্টমত ॥ ব্যক্তিজীবনের বিকাশ তার বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল (Development is the result of interaction between heredity and environment)। বিকাশ দুটো শর্তের উপর নির্ভর করে— বংশগতি (Heredity) এবং পরিবেশ (Environment)। মনোবিদগণ মনে করেন, এই দুটো প্রক্রিয়াই বিকাশের কারণ। কোনো ব্যক্তির বিকাশ তার জন্মগতভাবে পাওয়া বিভিন্ন ক্ষমতা ও সম্ভাবনা এবং বিশেষ মুহূর্তে পরিবেশ তার উপর কীভাবে প্রতিক্রিয়া করছে, তার উপর নির্ভর করে।

1. "In any given characteristics, such as height or intelligence, a child may over a period of

ঐক্য

স্বাতন্ত্র্য

বংশগতি
ও
পরিবেশের
প্রভাব

বিকাশ প্রক্রিয়ার অনুশীলনের পদ্ধতি Methods of studying Development

বিভিন্ন
ধরনের
পদ্ধতি

মানুষের জীবনবিকাশের ধারাকে অনুশীলন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল মনোবিদগণ ব্যবহার করেন। যেমন, পর্যবেক্ষণ (Observation), সাক্ষাৎকার (Interview), প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire), অভীক্ষা (Test), এমনকি, পরীক্ষণও (Experiment)। বিকাশের তাৎপর্য বিচার করে এইসব কৌশলগুলোকে (Techniques) আমরা দুটো সাধারণ পদ্ধতিতে শ্রেণিভুক্ত করতে পারি—[এক] ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি (Cross-section Method) এবং [দুই] আলম্বিক পদ্ধতি (Longitudinal Method)।

ব্যবচ্ছেদ
পদ্ধতি

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতিকে অনেক সময় অনুভূমিক পদ্ধতি (Horizontal method) বা মান নির্ণায়ক পদ্ধতিও (Normative method) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে বিকাশ অনুশীলনের জন্য একই বয়সের একদল ব্যক্তিকে পরীক্ষার্থী (Subject) হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তাদের কোনো একটি বিকাশের দিক থেকে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ বা পরিমাপ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে সেই বিশেষ বয়সের ওই বিকাশের ক্ষেত্রের গড় (Average or Mean) নির্ণয় করা হয়। এই গড়কে ওই বয়সের সব ছেলের বিকাশের হার বা মূল্যমান (Norm) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যেমন ১৫ বছর বয়সের একদল ছেলের ওজন পরিমাপ করে আমরা বলতে পারি, সাধারণত ওই বয়সের ছেলের গড় ওজন কীরকম হয়। এই ধরনের পদ্ধতির দ্বারা বিকাশ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, তার প্রয়োগ খুবই সীমিত। কারণ এই পদ্ধতিতে যে সিদ্ধান্ত করা হয়, তা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যক্ষেত্রে কোনো মূল্য নেই। যেমন ১৫ বছর বয়সের ছেলের দৈহিক ওজন বিকাশের সিদ্ধান্ত, ১৬ বছর বয়সের ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আবার এই পদ্ধতিতে যে সিদ্ধান্ত করা হয়, একক ব্যক্তিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। কোনো বিশেষ ১৫ বছর বয়সের ছেলের দৈহিক ওজন কত হবে, তা এর থেকে বলা যায় না। এইসব অসুবিধা থাকার জন্য এর পরিবর্তে আলম্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

আলম্বিক
পদ্ধতি

আলম্বিক পদ্ধতিকে (Longitudinal or vertical method) অনেক সময় বিকাশমূলক পদ্ধতিও (Genetic method) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি বা দলকে নির্দিষ্ট রাখা হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের বিকাশের ধারা অনুশীলন করা হয়। দল হিসাবে নিলেও এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পৃথক পৃথক ভাবে অনুশীলন করা হয়। দৈহিক ওজনের বিকাশ সম্পর্কে অনুশীলন করার জন্য একদল ছেলেকে নিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং বিভিন্ন বয়সে ওজনের তারতম্য লক্ষ করা হতে থাকে। এর ফলে, কোনো বিশেষ বয়সের মূল্যমান (Norm), বা কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিকাশের রীতি বা সামগ্রিকভাবে বিকাশের ধারার প্রগতি, সবকিছু সম্পর্কেই জানা সম্ভব হয়। তাই আজকাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবনের বিকাশ অনুশীলনের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষা ও জীবন-বিকাশ

Education and Development

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা। যে-কোনো শিক্ষা-প্রচেষ্টাই ব্যক্তিজীবনের বিকাশের উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই শিক্ষা-প্রচেষ্টাকে ব্যক্তিজীবনের কল্যাণে লাগাতে হলে শিক্ষকের এই বিকাশের ধারা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকার দরকার। তবে 'বিকাশ' বলতে আমরা শুধুমাত্র মানসিক বিকাশকে (Mental development) বুঝি না। অনেকের ধারণা আছে শিক্ষা কেবলমাত্র মানসিক বিকাশে সহায়তা করবে, অন্য কোনো বিকাশে নয়। কিন্তু, শিক্ষার উদ্দেশ্য (Aim of education) বা বিকাশের নিয়ম (Law of development) সে কথা বলে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য

বিকাশের
বিভিন্ন
দিক

ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। শুধুমাত্র মানসিক বিকাশকে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ বলা যায় না। আবার ব্যক্তিজীবনের বিকাশের বৈশিষ্ট্য হল যে, তার বিভিন্ন দিকের বিকাশ ঐক্যবদ্ধভাবে হয়। তাই দৈহিক বিকাশ বা সামাজিক বিকাশকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মানসিক বিকাশ করা সম্ভব নয়। তাই বিকাশের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে দৈহিক বিকাশ (Physical development), মানসিক বিকাশ (Mental development), বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual development), অহংবোধের বিকাশ (Development of self-concept), এবং প্রক্ষোভিক বিকাশ (Emotional development) সম্পর্কে উল্লেখ করার দরকার। কারণ বিকাশের এই বিভিন্ন দিকগুলো পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে, তাই আমরা তাদের সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি।

বিকাশ যেমন ব্যক্তির জীবনে পৃথক পৃথক ভাবে হয়, তেমনি সকল ব্যক্তি একটি বিশেষ মানের (Standard) পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যও প্রদর্শন করে। এই মান বয়সের দিক থেকে হতে পারে বা বিদ্যালয়ের শিক্ষাস্তরের দিক থেকে আসতে পারে। কোনো বিশেষ শ্রেণিতে পড়াতে গিয়ে শিক্ষকের যদি ধারণা না থাকে, তাঁর শিক্ষার্থীদের বিকাশের মান (Development norm) কী, বা তিনি ওই বিশেষ বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কী কী গুণ বিকাশের চেষ্টা করবেন, তা হলে তাঁর সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই এই অংশে আমরা জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তর (Stage of development) সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

বিকাশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, বিকাশের দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে। এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের নীতি সম্পর্কে না জানলে শিক্ষকের পক্ষে পাঠদান করতে অসুবিধা হয়। তিনি শ্রেণিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারা অনুশীলন করবেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের জন্য শিক্ষাদান-পদ্ধতি রচনা করবেন। তাই এই অংশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি (Individual difference) সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

জীবন বিকাশের কারণ সম্পর্কে না জানলে বিকাশ প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। বিকাশের কারণ হিসাবে মনোবিদগণ বংশগতি (Heredity) এবং পরিবেশকে (Environment) নির্দেশ করেছেন। তাই এই অংশে সেই আলোচনা দিয়ে শেষ করা হয়েছে, বিকাশের দুই শর্ত (condition) কীভাবে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বিশেষ একটি অধ্যায়ে।

সবশেষে মানুষের জীবনবিকাশ সংক্রান্ত এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে যদি আমরা তার কারণ সম্পর্কে মনোবিদদের অভিমতগুলো উল্লেখ না করি। আধুনিক মনোবিদগণ বিকাশের বিভিন্ন তত্ত্বের (Theories of development) প্রস্তাব করেছেন। এই তত্ত্বগুলোর বোধগম্যতা আমাদের শিক্ষণ সংক্রান্ত আধুনিক সমস্যাগুলো উপলব্ধিতে সহায়তা করবে। এই আশায় সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সর্বশেষ অধ্যায়ে।

জীবন
বিকাশের
স্তর

ব্যক্তি-
স্বাতন্ত্র্য

বংশগতি
ও
পরিবেশ